তারিখ ... 19 NOV 1995 ...
পৃষ্ঠা ১৮ ... কলাম ২ .....

আজকের কাগজ

57

৩২ হাজার বিদ্যালয় ভবন সংস্কারের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে

আ স ম আনোয়ার ঃ দেশে ৩২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কারের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ফলে সরকার ঘোষিত আগামী ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা কর্মসূচি তেস্তে যেতে বসেছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের একটি সূত্র থেকে জানা যায়, দেশে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার উপযোগী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা মাত্র ৪ হাজার ৪শ' ২৯টি। ছোট-খাটো মেরামত করা প্রয়োজন এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪ হাজার ৩শ' ৩৩টি। বড় ধরনের মেরামত প্রয়োজন এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫ হাজার ২শ' ৮১টি। সম্পূর্ণভাবে পুনর্নির্মাণ প্রয়োজন এমন বিদ্যালয় রয়েছে ২২ হাজার ৬শ' ৮টি। এছাড়াও রেজিস্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৮ হাজার ৮শ' ৩০টি এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য অপেক্ষমান বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪ হাজার ৬শ' ৮৮টি। উল্লেখিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, বিদ্যালয় গৃহে ছাত্রছাত্রীদের স্থান সংকুলান না হওয়া প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ। রেজিস্ট্রার্ড ও রেজিস্ট্রেশনের জন্যে অপেক্ষমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা বড়ই করুণ। এসব বিদ্যালয়ের কোনটির চাল আছে তো বেড়া নেই। আবার কোনটির বেড়া আছে তো চাল নেই। কোথাও দু'চারটি বেঞ্চ আছে; আবার কোনটিতে তাও নেই। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সম্পূর্ণরূপে এলাকার জনসাধারণের দয়ার উপর কোন রকমে টিকে আছে। প্রায় সকল বিদ্যালয়েই চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চসহ শ্রেণীকক্ষ ও আসবাবপত্রের দারুণ অভাব দীর্ঘদিন থেকে। ফলে দেশের লাখ লাখ কোমলমতি ছাত্রছাত্রীর মাদুর বগলে আসতে হয় বিদ্যালয়ে। শিক্ষা গ্রহণের প্রথম সোপান হিসেবে বিবেচিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর এই করুণ অবস্থার ফলে প্রতিনিয়তই ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা আশাতীতভাবে হ্রাস পাচ্ছে এবং অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের করুণ অবস্থা দেখে নিরুৎসাহিত হচ্ছেন। শিক্ষকরাও দিন দিন শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। এ অবস্থায় আগামী ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি জনগণের কতটা উপকারে আসবে তা নিয়ে হাজারো সংশয় দেখা দিয়েছে।